অনলাইন আলোচনাসভা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ২০২১ উদ্‌যাপন

‘করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব’- এই প্রতিপাদ্যের আলোকে পালিত হলো নারী দিবস ২০২১। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে ১৪ মার্চ ২০২১ সকাল ১১টায় পালন করা হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রতিবছর জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম- র‍্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২১ এর নারী দিবসে অনলাইন আলোচনাসভা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনলাইন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে নারী জীবনের বৈষম্য, বঞ্চনা, প্রতিবন্ধকতা এবং শত বাধা অতিক্রম করে জীবনজয়ের গল্প শোনান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান **জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি**। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব **ডা. ছামিল উদ্দীন শিমুল** এমপি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসন এবং সদস্য, পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন চাইল্ড রাইটস, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং জনাব **আদিবা আঞ্জুম মিতা** এমপি, সদস্য, পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন চাইল্ড রাইটস। সভাপতিত্ব করেন জনাব **ড. বদিউল আলম মজুমদার,** গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি

ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। স্বাগত বক্তব্য রাখেন **জনাব রাবেয়া বেগম,** সহ-সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এবং নির্বাহী পরিচালক, শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব **নাছিমা আক্তার জলি**, সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম; জনাব **ওয়াহিদা বানু**, কার্যনির্বাহী সদস্য, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম এবং নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ; জনাব **বিথীকা হাসান** জেন্ডার এক্সপার্ট, হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি, অধ্যাপক **হোসনে আরা বেগম**, নির্বাহী পরিচালক, টিএমএসএস প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি শুরম্ন হয় আদিবাসী ইয়ুথ পিংকি চারান এবং তার ব্যান্ডের থিম সং 'আলো আসবেই' এর অডিও পেস্ন এর মাধ্যমে। এরপর উপস্থাপিত হয় ফোরামের কার্যক্রম প্রতিবেদনের ভিডিওচিত্র।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে **জনাব নাছিমা বেগম এনডিসি** বলেন, আমরা নারীর সমতার কথা বলছি, ক্ষমতায়নের কথা বলছি কিন্তু আমরা তো লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না। নারীর ক্ষমতায়ন যেমন বেড়েছে, তেমনি সহিংসতাও বেড়েছে। সহিংসতা এখন পৈশাচিক পর্যায়ে চলে গেছে। কন্যাশিশু কারো কাছেই যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে আমরা যাব কোথায়! এইসময়ে কন্যাশিশুদের প্রতি যে অবিচারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটা হলো বাল্যবিবাহ। করোনার জন্য অভিভাবকদের আয় কমে গিয়েছে, যার জন্য অনেক অভিভাবক ভেবেছেন যে, মেয়েটার বিয়ে দিলে একটা মুখ কমে যায়। বাল্যবিবাহ বেড়ে যাওয়ার এটা একটা কারণ। আমাদের এই জায়গাগুলোতে নজর দিতে হবে।

জনাব ডা. ছামিল উদ্দীন শিমুল এমপি বলেন, করোনাকালে বাল্যবিয়ে আমাদের একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন এলাকাতে ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদসহ বিভিন্ন নারীনেত্রীরা বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে কাজ করার ফলে এখন বাল্যবিয়ের হার কমে এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, করোনাকালে নারী নেতৃত্ব অনেক ভালো ভূমিকা রেখেছে।

জনাব আদিবা আঞ্জুম মিতা এমপি বলেন, আমরা যদি আমাদের ঘরের দিকে লক্ষ্য করি দেখব আমাদের প্রতিবন্ধকতায় প্রধান ভূমিকা পালন করছেন নারী। এটা আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার-ই প্রতিফলন। আমরা মেয়েরাও অনেক সময় মেয়েদের শত্রু হয়ে যাই। নারীদেরকে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে তবেই আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারব।

জনাব **নাছিমা আক্তার জলি** বলেন, ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করা হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। মজুরি বৈষম্যের প্রতিবাদে ১৮৫৭ সালে নারীরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। সেই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় অর্জিত এই নারী দিবস। ২০২১ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব'- এটি নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওদের প্রস্তাবিত প্রতিপাদ্য। এই প্রতিপাদ্যটি এবার সরকারি-বেসরকারি সম্মিলিতভাবে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল। আমরা প্রত্যাশা করছি নারী অধিকার আদায়ে এমন-ই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করব আমরা।

জনাব হোসনে আরা বেগম তাঁর বক্তব্যে বলেন, একটি সমাজ গঠনে নারী- পুরুষ দুইজনেরই সমান অংশীদার হওয়া প্রয়োজন। সমান্ত্বরাল পথ চলাতেই রাষ্ট্র লাভবান হবে। নারীর প্রতি পুরুষদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে অনেক নারী এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি পুরুষের প্রতি রইল আন্ত্বরিক কৃতজ্ঞতা।

জনাব রাবেয়া বেগম বলেন, কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার্থে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম সারাবছর বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা নিয়ে বর্তমানে নারীরা শিক্ষায়, পেশায় এগিয়ে এসেছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, এতকিছুর পরেও তাদের চলার পথ নিরাপদ হচ্ছে না। চলার পথে নারীদের নানা বাধা পার হতে হয়। এসব বাধা অনেককে নিস্তেজ করে দেয়। এটা নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। যারা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে ভাববেন। নারীরা যখন আর কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে না তখন আর সমস্যা থাকবে না। নারীরা দেশ এবং জাতিকে আরো অনেক কিছু দিতে পারবে।

জনাব ওয়াহিদা বানু বলেন, মানুষের বেড়ে ওঠার অর্থাৎ আমাদের সামজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। একইসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। যদিও এসব ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অর্জন থাকলেও সহিংসতা এসব অর্জনকে মলিন করে দিয়েছে। নারী পুরুষ সবাই সবাইকে মর্যাদা দিবে একে অপরের প্রতি সহনশীল হবে, তাহলে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে ওঠবে।

জনাব বিথিকা হাসান বলেন, দুটো কারণে এবারের নারী দিবস স্পেশাল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন আরেকটা হচ্ছে কোভিড পরিস্থিতি। আশা করছি এমন একটি সময়ে এবারের নারী দিবস আমাদের জন্য বিশেষ কিছু বয়ে আনবে। প্রত্যেকটি মানুষ অপার সম্ভবনা নিয়ে জন্মায়। তাদেরকে উপযোগী পরিবেশ দিতে পারলে মানুষের সম্ভাবনা বিকাশ লাভ করতে পারে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ছেলে শিশুদের এর সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব **ড.বদিউল আলম মজুমদার** বলেন, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম সারাদেশে কন্যাশিশুদের নিয়ে কালজয়ী কাজ করে আসছে। আমরা জানি আজ যে কন্যাশিশু তিনি-ই হবেন আমাদের ভবিষ্যত প্রত্যয়ী নারী। তাই তাদের প্রতি আমাদের বিনিয়োগ থাকতে হবে। সেটা শিৰায় এবং মননে। বাংলাদেশের সত্যিকারের হিরোইন হলেন আমাদের নারীরা। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা এগিয়ে যায়।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথির কাছে তিন কন্যাশিশু তাদের প্রশ্ন রাখেন এবং নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে দুই জন নারীকে তাঁদের অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত দুজন হলেন বীরাঙ্গনা জনাব কানন গোমেজ এবং তরুণ নারী সাংবাদিক জনাব রাবেয়া আক্তার সুবর্ণা।